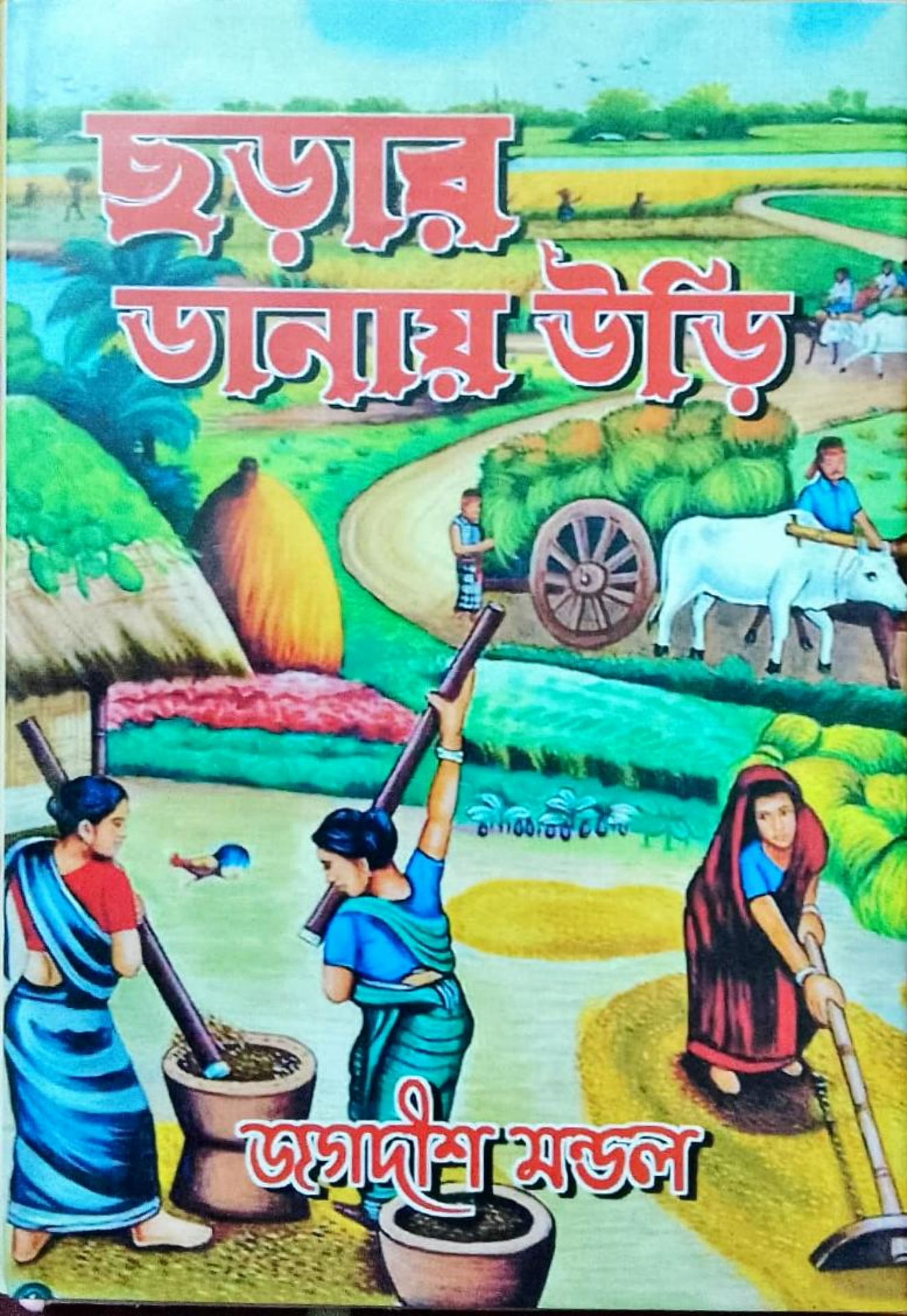

ছড়ার ডানায় উড়ি

জগদীশ মন্ডল

CHHARAR DANAY URI

A COLLECTION OF BENGALI RHYMES

BY

JAGADISH MANDAL

Publisher

CHAKRABORTY AND SON'S PUBLICATION

Baruipur Puratan Thana, 9836032690

subhradeepchakraborty144@gmail.com

প্রথম প্রকাশ – ২৫/০৬/২০২৩

মুদ্রক

চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স প্রিন্টিং হাউস

বারুইপুর পুরাতন থানা

৬২৯০৩৮১১৬৯

প্রচ্ছদ - উৎপল সরকার

স্বত্বাধিকারী- **তুলসী মণ্ডল**

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ভূমিকা

ছড়ার জন্যে সাধ্যিসাধন, অন্ত্যমিলের কারসাজি
ছড়ার আলো দেয় না ব্যথা, ভুল ভুলাইয়া হারবাজি।

ছড়া হল অতি সহজ উচ্চারন। ছন্দ সর্বস্ব। দলবৃত্ত,স্বরবৃত্ত, ছড়ার ছন্দ,শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ,বলবৃত্ত ছন্দ প্রভৃতি নামে ছড়ার ছন্দকে অভিহিত করা হয়। ছড়া পুরোপুরি প্রচলিত লোকমাধ্যম। এখন সেটা বিশেষ ভাবে চর্চা ও সাধনা করা হয়। এই সাধনা শুরু হয়েছে বিগত দুই শতাব্দীর বেশি কাল ধরে। বিশিষ্ট সংগ্রাহকরা আজও প্রচলিত ছড়া সংগ্রহ করে চলেছেন। কত ছড়া আজও পাড়াগাঁয়ের মুখে মুখে ঘোরে। মানুষের মুখ থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাই বলে ছড়া হেলাফেলার লোকমাধ্যম নয়। আক্ষরিক অর্থে ছড়া দুই প্রকার। নাম না-জানা লেখকের ছড়া। আর সৃজিত ছড়া। আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত অনুযায়ী প্রচলিত ছড়ার বাইরে রয়েছে, সাহিত্যিক ছড়া। এই ধরনের ছড়াগুলো সাহিত্যিক-কবিদের হাতে জন্মায়। ছড়া রীতিমত গবেষণার বিষয়। ছড়া লিখিয়ে হলে লেখালেখির জগতে কৌলিন্য পাওয়া এখন আর কঠিন নয়। আধুনিক কবিতাচর্চার অভিমুখ অনেকেই জটিল ও দুর্বোধ্য মনে করে। কবিতার মায়াজাল থেকে বেরিয়ে অনেক পাঠক এখন ছড়ার কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। কাব্য-পিপাসার প্রাথমিক ও পরবর্তী স্তর চরিতার্থ করতে অনেকেই এখন টলটলে ছড়ার কাছে তৃষ্ণা ঘোচাতে মনোযোগী।ফলে ছড়া-কবির পক্ষীরাজ ঘোড়া এখন লাগামছাড়া দৌড় শুরু করেছে। সেই দৌড়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার কবি জগদীশ মন্ডল বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই নাম লিখিয়েছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রায় চোখে পড়ে। পড়ি। ভাল লাগে, তাঁর আন্তরিক চেষ্টা ও অধ্যাবসায়। তাঁর কিছু ছড়া আমার ভাল লেগেছে। আগামীদিনে তাঁর সৃষ্টির ষোলআনা যে ভাল লাগবে, সে-বিষয়ে আমার বিশ্বাস ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে।

শুধু ছড়া নয়,গদ্যচর্চা ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বিচরণ করবার স্পর্ধা তাঁর আছে । ইতিমধ্যে বেশ কিছু প্রবন্ধ তিনি লিখে ফেলেছেন। সেদিকে তিনি নিজেকে প্রসারিত করবেন বলেই মনে হয়।

তাঁর একটি ছড়াগ্রন্থ প্রকাশ পাবার কথা অনেক আগেই,নানা কারণে গড়িমসি হয়ে বিশবাঁও জলে সেই সম্ভাবনা ডুবে ছিল। এই দুর্ঘটনার নেপথ্যের খলনায়ক

লকডাউন। তাকে ইতিমধ্যে কোনঠাসা করে সারা পৃথিবী মহাসাড়ম্বরে তার পথচলা শুরু করেছে। কবি জগদীশ ব্যতিক্রম হবেন কেন ? তাই বড় যত্ন সহকারে তাঁর ' ছড়ার ডানায় উড়ি ' গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশের আলো দেখছে। কবি জগদীশ এখানে একা একা উড়তে চাননি।তিনি উড়তে চেয়েছেন সমবেতভাবে,সবার সঙ্গে। ছন্দে ছন্দে। ছড়ার আন্তরিক তালে তালে। সে চেষ্ট ও মনোযোগ তাঁর লেখার মধ্যে রয়েছে। কেউ যদি একটু হুমড়ি খান,তাহলে বারান্তরে তার মীমাংসা সম্ভব হবে। কেবল ছন্দ তো ছড়ার সর্বস্ব নয়, সমাজসচেতন কবি হিসেবে তিনি সমাজের সর্বস্তরে বিচরণ করেছেন। ছোট ছোট দুঃখ,না পাওয়া,ব্যথা-বেদনা কোনো কিছুই উপেক্ষিত নয়, তাঁর চোখে। তিনি হৈচৈ-হল্লা,আনন্দ লিখেছেন বড় ভালবেসে। লিখেছেন বড় আন্তরিক ভাষায়। তাঁর লেখার মধ্যে মাটির গন্ধ পরম মমত্বে কোনও এক দেব শিশুর বুকের ওপর যেন মায়ের আঁচলের মতো লেগে আছে। তুলসী তলার নরম আলো তাঁর ছড়ায় ছড়িয়ে আছে,দলবৃত্তের পদধ্বনিতে। ছোট-বড় সবার ভাল লাগলে কবির এই চেষ্টা সার্থক হবে। তাই সবার হাতে হাতে পৌঁছে যাবে,এই ছড়াগ্রন্থটি। সেই আশায় বুক বেঁধেছি।

কবি আমার বড় আপনজন। সহজ সরল সাদামাটা একজন মানুষ। জনপ্রিয় শিক্ষক। নিরহংকার তাঁর জীবনের অলংকার। বড্ড বেশি গুণগ্রাহী। ভীষণ ভালো একজন বাবা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা,ভক্তি ও ভালবাসা। অদূর ভবিষ্যতে আরও সচেতনভাবে সাহিত্যচর্চা করলে তিনি অসামান্য হয়ে উঠবেন,সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কলমটা দাঁড় করালাম। কিন্তু কবি জগদীশ মন্ডলের লেখালেখি কখনোই থমকে দাঁড়াবে না, গাঙ্গেয় আলোর দিকে এগিয়ে যাবে। চরৈবেতি চরৈবেতি ....

অবশেষ দাস

অধ্যাপক, বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বিদ্যানগর কলেজ।
দক্ষিন ২৪ পরগনা।

জগদীশ মন্ডল

নিত্য নতুন সবুজ সাজে প্রকৃতি যেখানে অনাবিল আনন্দে অবগাহন করে, নদীর কুল কুল ধ্বনী, মন চঞ্চল করে সেই ছোট্ট গ্রাম কোঠাবাড়িতে কবির জন্ম ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ১২ই জানুয়ারি, হিঙ্গলগঞ্জ থানার অখণ্ড ২৪ পরগনা জেলায়। পিতা শ্রী মহাদেব চন্দ্র মন্ডল, মাতা বিনোদিনী দেবী। অল্প বয়স থেকে লেখায় হাতেখড়ি। অনুপ্রেরণার সিংহভাগ মামার কাছ থেকে। শৈশব থেকে কাদামাটির সঙ্গে বেড়ে ওঠা এবং সংগ্রাম করে বড় হওয়া। সেজন্য লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে প্রাকৃতি এবং আর্ত-মানুষের আনন্দ, বেদনার ছবি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা সামাজিক অবক্ষয়ের বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা পায় তাঁর লেখায়। পেশায় শিক্ষক (ইছাপুর নর্থল্যান্ড উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়)। তিনি অসংখ্য লিটন ম্যাগাজিন, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকার ছড়া, কবিতা, গল্প, নিবন্ধ, প্রবন্ধ লেখক এবং সাংবাদিক। তাঁর লেখা সম্পর্কে শিক্ষক সমীর চক্রবর্তী চমৎকার মন্তব্য করেছেন,'জগদীশ এর লেখা 'কচুর লতির' মত। লিখেছেন প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা শুকতারা, কিশোর ভারতী, সাপ্তাহিক বর্তমান, দৈনিক স্টেটসম্যান, সুখী গৃহকোণ, তথ্য কেন্দ্র, সুস্বাস্থ্য প্রভৃতি পত্রিকায়। অনেক সংকলনে তাঁর লেখা প্রকাশিত। আকাশবাণী প্রাত্যহিকী এবং রেইনবোতে অনেক লেখা পাঠ হয়েছে। সৃষ্টি টিভি চ্যানেল সাহিত্য বিভাগের সাক্ষাৎকার দর্শকদের মুগ্ধ করে। কয়েকটি পুরস্কারও পেয়েছেন- দেবাশীষ সাহিত্য স্মৃতি পুরস্কার (২০০৮), লিপিকা সাহিত্য পুরস্কার (২০১১), নির্মল সমান্ত স্মৃতি পুরস্কার (২০১১), তানিয়া ব্যানার্জি স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার (২০১৩), পল্লী কমল পুরস্কার (রৌপ্যপদক,২০১৩), বিহারীলাল চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (২০১৫), আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা পুরস্কার (২০১৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ - ক) সবুজের হাতছানি, খ) আকাশ নীল নীল, গ) নো ভেকেন্সি, ঘ) লিমেরিকের দোলনা, ঙ) ভূত গুলো সব জ্যান্ত, চ) সবুজ মনের রঙিন তুলি।লেখকের প্রত্যাশা অন্যান্য গ্রন্থের মতো 'ছড়ার ডানায় উড়ি' গ্রন্থটি পাঠক সমাজে সমাদ্রিত হবে। ঠিকানা: নতুন পুকুর রোড, চড়কডাঙ্গা, পো: বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৪, মুঠোফোন-৯২৩১৯৬৯৬২৭।

9 788119 286263